ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 098 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৯৮ ● কলকাতা ● ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১১ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

৯১ লক্ষের মধ্যে ৬৩ শতাংশ নাম হিন্দু বাঙালির: অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রায় ৯১ লক্ষেরও বেশি নাম বাদ গিয়েছে। এই আবহে বিজেপি বিঁধতে মমতা-অভিষেকের সপ্তমে সুর। সাংবাদিক বৈঠকে এবার বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, " ৯১ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে, তার মধ্যে ৬৩ শতাংশ নাম হিন্দু বাঙালির।" তৃণমূল নেতৃত্ব এই ইস্যুটিকে কেবল প্রশাসনিক ভুল হিসেবে দেখছেন না, বরং একে বাঙালির 'অস্মিতা' ও 'অধিকার' হরণের চেষ্টা হিসেবে প্রচার করছেন। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাঁদের নাম বাদ গেছে তাঁদের আইনি সহায়তা দিতে প্রতিটি ব্লকে বিশেষ সেল গঠন করা হবে।

এরপর ৫ পাতায়

পর্ব 257

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এটা সাধকের জীবনের সুন্দর সময়। প্রায়ই দেখা গেছে, জীবনের সুন্দর সময় কমই থাকে। বাকী সময় তো ঐ সময়কে স্মরণ করেই কাটাতে হয়। সেইজন্য এটা বুঝতে হবে যে ধ্যান হল সেই জ্ঞান যা আত্মা থেকে আত্মার দ্বারা প্রাপ্ত করার এক সর্বোত্তম জ্ঞান। নিজের চিত্ত শুদ্ধি বিনা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করা অসম্ভব।

ক্রমশঃ

ভোটের আগে বড় রদবদল, ৮১ ইনস্পেক্টর ও ৬৮ সাব-ইনস্পেক্টরকে সরাল নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য পুলিশের মধ্যে বড়সড় রদবদল করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নির্দেশে ৮১ জন পুলিশ ইনস্পেক্টর ও ৬৮ জন সাব-ইনস্পেক্টরকে ভোটের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, এঁরা আর কোনওভাবেই নির্বাচনী কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারদের এই মর্মে মুচলেকা দিতে হবে।উল্লেখ্য, আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দুই দফায় রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ভোট ঘোষণার পর থেকেই প্রশাসনে একাধিক রদবদল করেছে কমিশন, যা নিয়ে শাসক দল তৃণমূল-এর তরফে সমালোচনা শোনা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এই পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শুক্রবার বিকেল ৫টার মধ্যে সরানো ইনস্পেক্টরদের নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, সাব-ইনস্পেক্টরদের ক্ষেত্রেও আলাদা নির্দেশ জারি করে একাধিক আধিকারিককে অন্য জেলায় বদলি করা হয়েছে। এর আগে ২৯ মার্চও ১৫০ জন পুলিশকর্মীকে সরানো হয়েছিল, যা এই প্রশাসনিক রদবদলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে।

এদিকে, কলকাতার সদ্য প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকারকে ছাড় দেওয়া হয়নি। শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে তামিলনাড়ুতে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেও সেই আবেদন খারিজ করেছে কমিশন। ফলে তাঁকেই ওই দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে সূত্রের খবর।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ও 'যুবসাথী'-র মোকাবিলায় বড় ঘোষণার পথে BJP

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজই নিউটাউনের হোটেল থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিজেপির ইস্তেহার প্রকাশ করবেন তিনি। বিজেপি সূত্রের খবর, ইস্তেহারের নাম দেওয়া হয়েছে 'ভয় নয় ভরসা'। ইস্তেহারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মোকাবিলায় বড় ঘোষণার পথে হাঁটতে পারে গেরুয়া শিবির।বিজেপি সূত্রে এখনও পর্যন্ত যেটা জানা যাচ্ছে, নির্বাচনী ইস্তেহারে অসংখ্য প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু, সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, গত ৫ বছরে রাজ্য বিজেপির নেতারা মূলত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে যে যে বিষয়গুলি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সরব হয়েছেন, সেই বিষয়গুলিতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে কীভাবে তার প্রতিকার হবে। সেই বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন প্রথম হচ্ছে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা। এক্ষেত্রে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং কঠোর প্রশাসন, এটা হবে নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রধানতম বিষয়। অর্থাৎ, কঠোর হাতে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পালন করা হবে। এছাড়াও সিন্ডিকেট-রাজ মুক্ত হবে। বলা হয়েছে, অনুপ্রবেশ রুখতে ৪৫ দিনের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া সম্পূর্ণ করা হবে। শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবে। কিন্তু, কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে জমি কাড়া হবে না। তাঁদের উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ দেওয়ার পরে তাঁদের সম্মতি নিয়েই শিল্প গড়া হবে। যোগাযোগ

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের আগে পুলিশের সচেতনতামূলক মাইকিং ও রুটমার্চ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও ভয়মুক্ত ভোট নিশ্চিত করতে আলিপুরদুয়ার জেলার সোনাপুর এলাকায় বিশেষ উদ্যোগ নিল পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার দুপুরে সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি মিংমা শেরপার নেতৃত্বে হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচার। তাঁর সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরাও।আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের শালকুমারহাট ও ভান্ডানিহাট বাজার এলাকায় এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ ভোটারদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। মাইকিংয়ের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানানো হয়-নিজের ভোট নিজে দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে হবে নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে। পাশাপাশি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো রকম হিংসা,ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্ররোচনা, ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল বা ভোট প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি-এই ছয়টি বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।পুলিশের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই থেমে এই বার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং প্রশাসনের এমন পদক্ষেপকে স্বাগত জানান।সচেতনতামূলক মাইকিংয়ের পাশাপাশি এলাকায় রুটমার্চও করা হয়। পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি এলাকাবাসীর মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে।

পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে-নির্বাচন হবে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যেখানে প্রতিটি ভোটারের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।

(২ পাতার পর)

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ও 'যুবসাথী'-র মোকাবিলায় বড় ঘোষণার পথে BJP

ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উন্নতির প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে ইস্তেহারে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে পৌঁছাতে সড়কপথে সময় লাগবে ৮ ঘণ্টা। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে, এই কাজ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারে বিজেপি। সরকার ক্ষমতায় আসার ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম পে কমিশন তারা চালু করবে। অর্থাৎ, সরকারি কর্মচারীদের ভোট-ব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য রেখে বিজেপি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা। বলা হয়েছে, প্রতি বছর SSC-র পরীক্ষা হবে। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতি সময়ে এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিস্তর বিতর্ক দেখা গেছে রাজ্যে। এছাড়াও রাজ্যে অগ্নিবীর ক্যাম্প করা হবে। অর্থাৎ, অগ্নিবীরে যাতে এখানকার যুবকরা যোগ দিতে পারেন, তার চেষ্টা করা হতে পারে।সেটা কী রকম ? সূত্রের খবর অনুযায়ী, মহিলাদের জন্য মাসিক ৩ হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থা থাকতে পারে। বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য মাসে ৩ হাজার টাকার সংস্থানও রাখা হতে পারে ইস্তেহারে, এমনই খবর বিজেপি সূত্রে।

রাজ্যের মহিলা-বেকারদের নিয়ে বড় ঘোষণা অমিত শাহর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

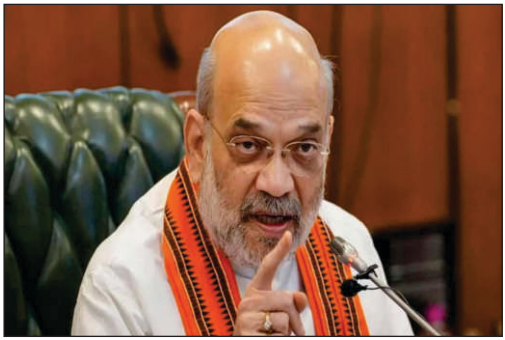

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বাংলায় বড় বাজি ধরল বিজেপি । শুক্রবার কলকাতায় দলের নির্বাচনী ইস্তাহার বা 'সঙ্কল্প পত্র' প্রকাশ করে কার্যত মাস্টারস্ট্রোক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । একদিকে যখন শাসক দলের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নিয়ে রাজ্যে জোর চর্চা, ঠিক তখনই পালটা চাল দিল গেরুয়া শিবির।বিজেপির এই ১৫ দফা ঘোষণা বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ কতটা বদলে দেয়, এখন সেটাই দেখার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাল্টা হিসেবে এই মেগা স্কিমগুলো কি ঘাসফুল শিবিরের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসাতে পারবে? উত্তর মিলবে ভোটবাক্সে।শাহ ঘোষণা করলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের প্রত্যেক মহিলাকে মাসে ৩,০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে।

এদিন ইস্তাহার প্রকাশের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, 'বাংলার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গরিব মহিলাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁদের ক্ষমতায়নের বদলে কেবল রাজনীতির বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।' এই পরিস্থিতি বদলাতেই বিজেপির বড় প্রতিশ্রুতি — মাসের ১ থেকে ৫ তারিখের মধ্যেই সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে ৩,০০০ টাকা। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাল্টা হিসেবেই এই অংকের ঘোষণা করল বিজেপি।

কেবল মহিলারাই নন, বিজেপির ইস্তাহারে বড় চমক রয়েছে যুব সমাজের জন্যও। বাংলায় কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে বারবার সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। সেই ক্ষোভকে পুঁজি করেই অমিত শাহ জানিয়েছেন, ক্ষমতায় এলে বেকার যুবকদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে 'বেকার ভাতা' দেওয়া হবে। শাহের কথায়, 'বাংলার মেধাবী যুবকরা কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছে। বিজেপি ক্ষমতায় এসে শিল্পায়নের পাশাপাশি এই যুবকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।'

এদিনের সঙ্কল্প পত্রে কেবল ভাতাই নয়, গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

এরপর ৬ পাতায়

কৃষ্ণনগর উত্তরে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল, কারণ কী? খোলসা করলেন মহুয়া

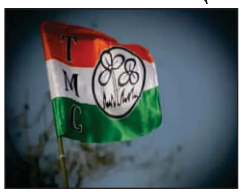

নতুন দিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫

ভোটের হাতে আর কয়েকটা দিন। ঠিক তার আগেই বড় খবর। শুক্রবার মনোনয়ন বাতিল হয়েছে, কৃষ্ণনগর উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিনব ভট্টাচার্যের। এদিন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ, কৃষ্ণনগর উত্তরের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মহুয়া মৈত্র সাংবাদিক বৈঠক করে তা জানান। এর আগে মনোনয়ন বাতিল হয়েছে, এক সময়ের তৃণমূল নেত্রী, বর্তমানে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়া রাজন্যা হালদারের। তিনি দুটি কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি কেন্দ্র থেকে বাতিল হয়েছে তাঁর মনোনয়ন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজন্যার সাফ কথা, এর পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে। অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, ওই একই দিনে জামুড়িয়ার এক প্রার্থী বিকেল ৫ টা নাগাদ গিয়েও মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছেন। ঘটনার জেরে রাজন্যা নির্বাচন কমিশন ও পশ্চিম বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগও জানিয়েছেন। এখানেই থামছেন না তিনি। এমনকী প্রয়োজনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও বলেছেন। তারপরেই সামনে এল কৃষ্ণনগর উত্তরের তৃণমূল প্রার্থীর

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভোটাধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তালিকা ফ্রিজ নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

এসআইআরের খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর আনম্যাপড, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি নামক টোটকা সামনে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। যার প্রেক্ষিতে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন।এছাড়া প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে আইনজীবী জানতে চেয়েছিলেন, ভোটার তালিকা ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার পর ট্রাইবুনালে যাঁদের নামের নিষ্পত্তি হবে, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে? বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর পর্যবেক্ষণ, প্রত্যেক নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকার কাট-অফ তারিখ থাকে। আদালত সেটা ভাবছে। এখানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের বিষয় রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী, ভোটার তালিকায় নাম থাকা এবং ভবিষ্যতের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিক পাবেন। এই অধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর স্থায়ী অধিকার হিসেবে বিবেচিত। তাই আরও বিবেচনা প্রয়োজন। আর প্রধান বিচারপতি জানান, স্থায়ী অধিকার থেকে ভোটারদের বঞ্চিত করা হবে না।তাতে বাতিল করা হয়েছে আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের তালিকার নিরিখে বাদের খাতায় মোট ৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার। তার মধ্যে ৩৩ লাখ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। বাকি রয়েছে ২৭ লাখ। এমনকী মোট ৯১ লাখ নাম বাদের মধ্যে ৬৩ শতাংশই হিন্দু ভোটার বলে জানা গিয়েছে। এবার এই ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়া নামগুলি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্টই।

এদিকে প্রথম দফার এবং দ্বিতীয় দফার ভোটার তালিকা ফ্রিজ করা হয়েছে। সেখানে আর নাম ঢোকানো সম্ভব কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বহু বৈধ ভোটার এখনও বুঝতে পারছেন না তাঁরা ভোট দিতে পারবে কিনা। আজ, শুক্রবার এই বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ট্রাইবুনাল ছাড়পত্র দিলে 'ফ্রিজ' করা ভোটার তালিকায় কি এই নামগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে? এই বিষয়ে আগামী সোমবার সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ সেটাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল।

অন্যদিকে বিধানসভা নির্বাচনের মরশুমে ভোটার তালিকা নিয়ে পরিস্থিতি সরগরম হয়ে উঠেছে। বিপুল পরিমাণ ভোটার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী, 'ফ্রিজ' হওয়া তালিকাই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হয়। তার ভিত্তিতেই ভোট হওয়ার কথা। বাংলায় ২৩ তারিখ এবং ২৯ তারিখ বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার মধ্যে এখনও অনেক ভোটারের নাম তালিকা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিবেচনা চলছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত টাইবুনালে। আজ, শুক্রবার এই বিষয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাঁর পর্যবেক্ষণ, ভোটাধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করা হবে। আগামী ১৩ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি। সে দিনই ট্রাইবুনালের নিষ্পত্তি এবং ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' নিয়ে আদালত সিদ্ধান্ত জানাবে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেত্রিশতম পর্ব)

হয়ে, বাঘরূপী দক্ষিণ রায় ও গাজী আউলিয়াকে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বন্দি করে বনবিবির কাছে নিয়ে আসেন। গাজী আউলিয়া, দক্ষিণ রায়ের সঙ্গ ছেড়ে বনবিবির চরণতলে আশ্রয় নেন। দক্ষিণ রায় উপায় না দেখে বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করে নেন। তারপর থেকে আরবকন্যা বনবিবি সুন্দরবনের মানুষের কাছে দেবীর মর্যাদায় পূজিতা হয়ে আসছেন শত শত বছর ধরে। এসব তথ্য আমার পিতার মুখের থেকে শোনার পরেও বনবিবির জহুরানামা নামে একটি বই থেকে জানতে পারা যায়, তিনি হলেন ইব্রাহিম

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

তেঁতুলিয়ার জনসভা থেকে কর্মী-সমর্থকদের সজাগ থাকতে বললেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চৈত্র শেষ হতে চললেও বসন্তের আমেজ নেই, বরং উত্তর ২৪ পরগনার তেঁতুলিয়া হাই স্কুলের ময়দানে ছিল ছাব্বিশের নির্বাচনের চড়া উত্তাপ। বৃহস্পতিবার স্বরূপনগরের দলীয় প্রার্থী বীণা মণ্ডল, অশোকনগরের নারায়ণ গোস্বামী এবং বনগাঁ দক্ষিণের ঋতুপর্ণা আঢ্যের সমর্থনে জনসভা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দলের কর্মীদের উদ্দেশে এ দিন কড়া বার্তা দেন তৃণমূল নেত্রী। ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত বুথ না ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, 'ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ চলে যাবেন না। মেশিনে কারচুপি করবে। মনে রাখবেন চিপ ঢুকিয়ে ভোট চুরি করতে পারে। বাইরে থেকে লোক ঢোকাচ্ছে।' কিন্তু তা নিয়ে চিন্তিত নন মমতা, তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর কর্মীরা লড়ে নেবেন।নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পর তাঁর হেলিকপ্টার মাটি ছুঁলেও, মানুষের ভিড় উপচে পড়ছিল

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ঋগ্বেদে প্রকৃত উল্লেখযোগ্য দেবী বলতে অদিতি এবং ঊষা। অদিতির উদ্দেশ্যে কোনো স্বতন্ত্র সূক্ত না থাকলেও ঋগ্বেদে তাঁর নাম অন্তত ৮০ বার উল্লিখিত হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

চন্দ্রকোণায় ভোট প্রচারে এসে দীর্ঘ পথ স্কুটি চালালেন স্মৃতি ইরানি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রোড শো চলাকালীন গাড়ি থেকে নেমে নিজে স্কুটি চালিয়ে মিছিলের সামনে দীর্ঘ চন্দ্রকণার পথ পাড়ি দিলেন। স্কুটি চালিয়ে গেলেন স্মৃতি ইরানি। ট্রাফিক নিয়ম মেনে মাথায় ছিল হেলমেট।চন্দ্রকণার খেজুরডাঙ্গা থেকে ঠাকুরবাড়ি বাজার পর্যন্ত রোড শোতে শুক্রবার দুপুরে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। চন্দ্রকোণার ঠাকুরবাড়ি বাজার টাউন ক্লাবের মাঠে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামে স্মৃতি ইরানির হেলিকপ্টার।সেখান থেকে চলে যান খেজুরডাঙ্গায়।সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্মৃতি ইরানিকে বলতে তিনি নিজেও একজন মেয়ের মা হয়ে আরেকজন মায়ের পাশে লড়াইতে তিনি শরিক হয়েছেন। এই লড়াই শুধু কারো একার নয়। সকলের। সব মায়েদের। সকলকে অভয়ার মায়ের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আগামী দিন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন তিনি। বাংলা ভাষায় স্মৃতি ইরানি পানিহাটি লড়াই যে বড় চ্যালেঞ্জ বৃহস্পতিবার তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। খেজুরডাঙ্গা থেকে প্রার্থীকে নিয়ে রোড শো করেন সুরেরহাট পর্যন্ত। তারপর হঠাৎ হুডখোলা গাড়ি থেকে নেমে স্কুটি চালিয়ে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে সোজা পৌঁছে যান ঠাকুরবাড়ি এলাকায় টাউন ক্লাবের মাঠে। তারপর উঠে পড়েন হেলিকপ্টারে। স্মৃতি ইরানির স্কুটি চালানোয় হতবাক এলাকার মানুষজন থেকে শুরু করে বিজেপি কর্মী – সমর্থকেরা। তবে কোন তাড়াহুড়ো এদিন করেননি স্মৃতি ইরানি। সকলের সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করতে করতে তিনি নিয়ম মেনে স্কুটি চালিয়ে আড়াই কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পৌঁছে যান নিজের হেলিপ্যাডে। বৃহস্পতিবার স্মৃতি রানীকে দেখা দিয়েছিল পানিহাটিতে অভয়ার মায়ের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে।

(১ম পাতার পর)

৯১ লক্ষের মধ্যে ৬৩ শতাংশ নাম হিন্দু বাঙালির: অভিষেক

অভিষেক বলেন, "নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য মানুষকে অত্যাচার করেছে। এরা ভেবেছিল জোর করে বাংলা দখল করা যায়। অন্য রাজ্যের সঙ্গে এখানেই তফাত। তারা হয়তো লড়াই করেনি। বাংলা বিপ্লবীদের পীঠস্থান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এলে বিজেপি কারও ভোটাধিকার কাড়তে পারবে না।" তাঁর চ্যালেঞ্জ, "প্রতিফল ভোটবাক্সে আগামী দিনে পড়বে। মানুষের শক্তির কাছে সবাইকে পরাজিত হতে হবে।"

বৃহস্পতিবারই এই নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা অভিযোগ করেছেন যে, মতুয়া, রাজবংশী এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, "মতুয়া ও সংখ্যালঘুদের উকুনের মতো বেছে বেছে বাদ দেওয়া হচ্ছে।"

তিনি জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর প্রায় ৩২ লক্ষ নাম তালিকায় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বাকিদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে প্রয়োজনে অ্যাপেলিয়েট ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, যারা বছরের পর বছর এদেশে বাস করছেন, কেন তাঁদের নতুন করে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে? তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "একজন বৈধ ভোটারকেও আমি বাংলা থেকে বিতাড়িত হতে দেব না।"

হরিবংশ'কে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যসভার চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন মনোনীত সদস্য হিসেবে শ্রী হরিবংশ'কে সংসদ ভবনে আজ শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যসভার চেয়ারম্যান শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণান। শ্রী হরিবংশ হিন্দিতে শপথবাক্য পাঠ করেন।

অর্থমন্ত্রী ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারামন; পঞ্চায়েতি রাজ এবং মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং; আইন ও বিচার বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল; রাজ্যসভার নেতা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং রসায়ন ও সার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা; বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সম্রাট চৌধুরী; রাজ্যসভার সদস্য শ্রী জয়রাম রমেশ, শ্রী রাজীব শুক্লা ও শ্রী সঞ্জয় কুমার ঝা; লোকসভার সদস্য শ্রী রাজীব প্রতাপ রুডি; রাজ্যসভার মহাসচিব শ্রী পি. সি. মোদী এবং সচিবালয়ের অন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিত্য সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

উপ রাষ্ট্রপতি শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণান সিন্ধি ভাষায় অনুদিত ভারতের সংবিধান প্রকাশ করেছেন

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল, ২০২৬

উপরাষ্ট্রপতি শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণান আজ সিন্ধি ভাষায় ভারতীয় সংবিধানের সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। উপরাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দেবনগরী এবং পার্সি হরফে এই সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

উপরাষ্ট্রপতি সিন্ধি ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সিন্ধিভাষী জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানান। প্রাচীন ও মিষ্টি ভাষা হিসেবে বর্ণনা করে এই ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রশংসা করেন তিনি। বৈদিক দর্শন ও সুফি ভাবনার মেলবন্ধন ঘটানোয় সিন্ধি ভাষা ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার এক সর্বজনীন চেতনাকে জাগ্রত করে। এই প্রথম দেবনগরী হরফে সিন্ধি ভাষায় সংবিধানের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হলো। শ্রী রাধাকৃষ্ণান বলেন, ভারতীয় সংবিধান জনসাধারণের উচ্চাকাঙ্খায় পরিপূর্ণ, যেখানে নাগরিকদের অধিকার রক্ষিত হয় এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে

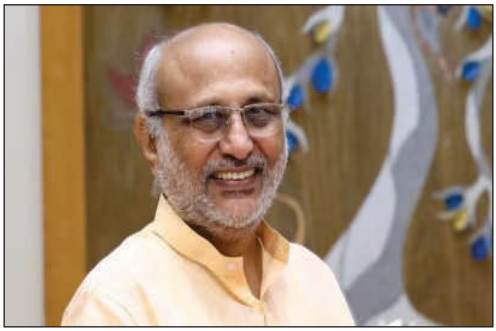

পরিচালনার ক্ষেত্রে পথ দেখায়।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সংবিধান অনুবাদ করায় উপরাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। সম্প্রতি বোড়ো, ডোগরি, সাঁওতালি, তামিল, গুজরাটি এবং নেপালি ভাষায় সংবিধানের অনুবাদ হয়েছে।

সিন্ধি সম্প্রদায়ের মানুষের দেশভাগের ফলে উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতিতে নানা উদ্যোগের কথা তিনি উল্লেখ করেন। ১৯৬৭ সালে সংবিধানের ২১-তম সংশোধনীতে সিন্ধি ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিটি ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তাৎপর্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, সকলের কাছেই তাঁর মাতৃভাষা অত্যন্ত প্রিয়, তাই প্রতিটি ভাষাকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। ভারতের শক্তি তার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

আইন ও বিচার মন্ত্রকের, আঞ্চলিক ভাষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের, বিভিন্ন ভাষায় সংবিধানকে অনুবাদ করার উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন উপরাষ্ট্রপতি । এই ধরনের উদ্যোগ নাগরিকদের ক্ষমতায়নে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার স্বপ্নকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে বলে তিনি আস্থা প্রকাশ করেন।

তিনি নাগরিকদের নিজেদের মাতৃভাষা এবং দেশের ভাষাগত ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানানোর আহ্বান জানান। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এবং 'রাষ্ট্র প্রথম'-এর নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায়বিচার এবং সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল; রাজস্থান বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী বাসুদেব দেবনানী; লোকসভার সাংসদ শ্রী শঙ্কর লালওয়ানী; এবং আইন বিভাগের সচিব ডঃ রাজীব মণি সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

(৩ পাতার পর)

কৃষ্ণনগর উত্তরে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল, কারণ কী? খোলসা করলেন মহুয়া

মনোনয়ন বাতিলের বিষয়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনেই, তৃণমূল কংগ্রেসের হয়েই মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন সোমনাথ দত্ত। সোমনাথ মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরেই জল্পনা ছড়ায় অভিনবর মনোনয়ন বাতিল নিয়ে। তবে সেদিন নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি। তার পরেই জানা যায়, তাঁর মনোনয়নে বেশকিছু সমস্যা ছিল। জল্পনার মাঝেই আসল তথ্য খোলসা করে দল। এদিন মহুয়া মৈত্র অভিনব এবং সোমনাথকে পাশে বসিয়ে বলেন, অভিনবর স্ক্রুটিনিতে গলযোগ থাকার কারণে, তাঁর মনোনয়ন বাতিল হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কৃষ্ণনগর উত্তর থেকে ভোট লড়বেন সোমনাথ দত্ত।

(৪ পাতার পর)

তেঁতুলিয়ার জনসভা থেকে কর্মী-সমর্থকদের সজাগ থাকতে বললেন মমতা

সকাল থেকেই। মঞ্চে তিন প্রার্থীকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে নেত্রীর আর্জি— এ ভোট কেবল সরকারের স্থায়িত্বের নয়, এ ভোট মানুষের অধিকার রক্ষার।

নাম বাদ ও বিজেপির ওপর তোপ

বক্তব্যের শুরুতেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিজেপি-কে বিঁধলেন মমতা। প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ যাওয়াকে 'পরিকল্পিত' বলে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'যদি রাজ্যের এখন চালু যে প্রকল্পগুলো চালাতে হয়, মানুষকে সুস্থ রাখতে হয় তাহলে অন্য কাউকে নয়, কে প্রার্থী ভুলে যান সরকার যদি আমাদের চান, তাহলে আমাকে ভোট দিচ্ছেন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে নেত্রী এ দিন নিজেকেই সমস্ত প্রার্থীর বিকল্প মুখ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

প্রকল্পের ঝুলি ও 'আজীবন' লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

রাজ্য সরকারের ১০৫টি প্রকল্পের খতিয়ান দিয়ে মমতা এ দিন বলেন, 'কিচ্ছু বাকি নেই, ১০৫টা স্কিম সবটাই করা হয়েছে। আমাদের সঙ্কল্প, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজীবন পাবেন মা ও বোনেরা। যুবসাথী থাকবে। সবার পাকা বাড়ি হবে। এক কোটি বাড়িতে নলের জল পৌঁছেছে। যেটুকু বাকি আছে সব জায়গায় পৌঁছবে।' মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, তাঁর সরকারের লক্ষ্যই হল মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলিকে সুনিশ্চিত করা।

(৩ পাতার পর)

রাজ্যের মহিলা-বেকারদের নিয়ে বড় ঘোষণা অমিত শাহর

অনুপ্রবেশ রুখতে কঠোর পদক্ষেপ এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের ওপর। পাশাপাশি, যুবদের স্বস্তি দিয়ে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যুবদের ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি যাঁরা দুর্নীতির জন্য চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের ৫ বছর পর্যন্ত বয়সে ছাড় দেওয়া হবে। বিজেপি-র ইস্তেহারে আরও বলা হয়েছে, যোগ্যদের মেধার ভিত্তিতে স্থায়ী চাকরি নিশ্চিত করা হবে। রাজ্যের সব চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি, মহিলাদের জন্য ১০০ শতাংশ বিনা শুল্ক পরিবহণ নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।

সিনেমার খবর

সালমানের সঙ্গে প্রথমবার জুটি বাঁধছেন নয়নতারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

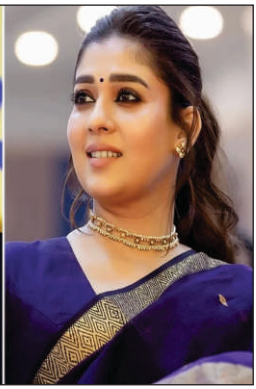

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এক বিশাল চমক নিয়ে হাজির হচ্ছেন বলিউড ভাইজান সালমান খান এবং দক্ষিণী লেডি সুপারস্টার নয়নতারা। পিঙ্কভিলার এক বিশেষ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, পরিচালক বংশী পৈডিপল্লীর আসন্ন বিগ বাজেটের অ্যাকশন ড্রামায় সালমানের বিপরীতে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রে অভিনয় করবেন নয়নতারা।

দুই ইন্ডাস্ট্রির এই দুই মহাতারকাকে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে রুপালি পর্দায় দেখার সুযোগ মিলবে এই সিনেমার মাধ্যমে, যা নিয়ে ইতোমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। নির্মাতাদের পক্ষ থেকে আজই এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার কথা রয়েছে।

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর ক্রিয়েশনসের ব্যানারে সিনেমাটি প্রযোজনা করছেন দিল রাজু। জানা গেছে, আগামী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এই মেগা প্রজেক্টের শুটিং শুরু হতে যাচ্ছে। ২০২৭ সালের অন্যতম আলোচিত মুক্তি হিসেবে সিনেমাটিকে ঘিরে এখন থেকেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন নির্মাতারা।

পরিচালক বংশী পৈডিপল্লী এর আগে 'মহর্ষি' ও 'বারিসু'-র মতো ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন। অন্যদিকে সালমানের ঝুলিতে রয়েছে 'বজরঙ্গি ভাইজান', 'সুলতান' এবং 'টাইগার' ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো একের পর এক সফল ছবি। ফলে তাদের এই যৌথ রসায়ন পর্দায় নতুন কোনো রেকর্ড গড়বে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

সিনেমা-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, এই অ্যাকশন ড্রামায় যেমন থাকছে টানটান উত্তেজনা, তেমনি বংশীর সিগনেচার স্টাইল অনুযায়ী এতে আবেগের সংমিশ্রণও দেখা যাবে। একজন প্রভাবশালী পরিচালক, অভিজ্ঞ প্রযোজক এবং সালমান-নয়নতারার মতো শক্তিশালী কাস্টিং সিনেমাটিকে একটি বড় মাপের স্টার-ড্রিভেন প্রজেক্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আগামী মাসে শুটিং শুরু হওয়ার পর সিনেমার নাম এবং অন্যান্য কলাকুশলীদের বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই নতুন জুটির ঘোষণা ভারতের বিনোদন দুনিয়ায় এক নতুন সমীকরণ তৈরি করল।

শাহরুখের সিনেমায় মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার প্রভাব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রভাব পড়ল বলিউড কিং শাহরুখ খানের আসন্ন সিনেমা 'কিং'-এ। মেগাবাজেটের এই সিনেমায় শুটিং সূচিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী দুবাইয়ে সিনেমাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের চিত্রায়ণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন নির্মাতারা। বর্তমানে দুবাইয়ের পরিবর্তে মুম্বাইয়ের একটি স্টুডিওতে সেট তৈরি করে শুটিং চালিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিনেমা সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আগামী ৯ এপ্রিল থেকে দুবাইয়ে টানা এক সপ্তাহ 'কিং'-এর শুটিং করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি ও অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। তবে ইসরাইল ও ইরানের মধ্যকার চলমান উত্তেজনা এবং মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমায় বিমান চলাচলে অস্থিরতার কারণে শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন নির্মাতারা।

ঝুঁকির মুখে পুরো ইউনিটকে দুবাই না পাঠিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে মুম্বাইয়ের ভিলে পার্লে এলাকার একটি স্টুডিওতে দুবাইয়ের মরুভূমির আদলে বিশাল সেট তৈরি করা হয়েছে। সেখানেই সুহানা খান ও অনিল কাপুরের একটি অ্যাকশন ও চেজিং সিকোয়েন্সের শুটিং করবেন পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ।

উল্লেখ্য, 'কিং' সিনেমার একটি বড় অংশের শুটিং ইতোমধ্যে লন্ডনে সম্পন্ন হয়েছে। অ্যাকশন ঘরানার এই সিনেমাটিতে শাহরুখ খানের পাশাপাশি তার মেয়ে সুহানা খানও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন। বড় পর্দার দর্শকদের জন্য মানসম্মত চিত্রায়ণ আনতে কোনো খামতি রাখতে চাইছেন না নির্মাতারা। ফলে বিদেশের লোকেশন বাতিল হলেও স্টুডিওতে ব্যয়বহুল সেট নির্মাণের মাধ্যমে তার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

সব ঠিক থাকলে চলতি বছরের শেষের দিকে সিনেমাটির কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

শিক্ষিতদের সামনে নিজেকে 'ছোট' মনে হয় অক্ষয়ের, সরল স্বীকারোক্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রুপালি পর্দায় হাজারো ভিলেনকে ধুলোবালি খাইয়ে দিলেও বাস্তব জীবনে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের সামনে এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগেন বলিউড খিলাড়ি অক্ষয় কুমার। সম্প্রতি নিজের রিয়্যালিটি শো 'হুইল অব ফরচুন'-এর একটি পর্বে প্রতিযোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় নিজের এই গোপন অনুভূতির কথা প্রকাশ্যে আনেন তিনি।

অক্ষয় জানান, অনেকসময় অনেক বেশি ডিগ্রিধারী মানুষের সামনে দাঁড়ালে তিনি নিজেকে বেশ 'ছোট' অনুভব করেন।

অনুষ্ঠানটির একটি পর্বে সোনালী নামের এক উচ্চশিক্ষিত প্রতিযোগীর ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে অক্ষয় বলেন, আমার মতো যারা খুব বেশি পড়াশোনা করার সুযোগ পায়নি, তারা আপনাদের মতো মানুষদের সামনে এলে মাঝে মাঝে খুব ছোট বোধ করে। আক্ষেপের সুরে এই অভিনেতা আরও যোগ করেন, জীবনের এই পর্যায়ে এসে তার মনে হয় যদি আরও একটু পড়াশোনা করতেন তবে হয়তো ভালো হতো। কিন্তু এখন পড়তে চাইলেও আর হয়ে ওঠে না, কারণ বইয়ের পাতায় মন বসানো তার জন্য বেশ কঠিন কাজ। মজার ছলে তিনি জানান, যখনই তিনি কোনো বই পড়তে বসেন, কেন জানি না তার চোখ দিয়ে জল চলে আসে।

পড়াশোনার প্রতি নিজের অনীহার কথা জানালেও বর্তমান প্রজন্মের কাছে অক্ষয় কুমারের বার্তাটি ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, তার মতো কাউকে আদর্শ না মেনে বরং সোনালীর মতো উচ্চশিক্ষিত মানুষদের অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন, আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে পড়াশোনা করো, এটা অত্যন্ত জরুরি। আমাকে নয়, বরং শিক্ষিতদের অনুসরণ করো।

উল্লেখ্য, অক্ষয়ের স্ত্রী টুইঙ্কল খান্না নিজে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা এবং ২০২৪ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডস্মিথস থেকে ফিকশন রাইটিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। নিজের ঘরেই এমন শিক্ষিত স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অক্ষয় স্বীকার করেছেন যে টুইঙ্কলের লেখা পাঁচটি বইয়ের একটিও তিনি আজ পর্যন্ত পড়ে শেষ করতে পারেননি।

কেকেআরের জয় ছিনিয়ে নেওয়া ইনিংসটি ধোনিকে উৎসর্গ করলেন মুকুল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২৭ বলে ৫৪ রানের ঝড়ো ইনিংসে খেলে কলকাতার বিপক্ষে জয়ে রোমাঞ্চকর জয়ে ভূমিকা রাখেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের মুকুল চৌধুরী। তার ব্যাটিং নৈপুন্যে মুগ্ধ করেছে সবাইকে।

কেকেআরের ১৮২ রানে লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে চাপ পড়ে যায় লখনউ সুপার জায়ান্টস। ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৮ রান তারা। জয়ের জন্য শেষ চার ওভারে রিষভ পন্তদের ৫৫ রানের প্রয়োজন ছিল। ঠিক তখনই মুকুল সাতটি ছক্কা ও দুটি চারসহ ৫৪ রানের এক অসাধারণ ইনিংস খেলে জয় নিশ্চিত করেছেন।

ম্যাচের পর মুকুল জানান, তিনি এমএস ধোনির খেলার ধরণ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং এই অসাধারণ ইনিংসটি তিনি তার বাবা ও ভারতের সাবেক অধিনায়ককে উৎসর্গ করেছেন।

ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে মুকুল বলেন, আমি দেখতাম এমএস ধোনি কীভাবে ম্যাচ শেষ করতেন। আমিও একই নম্বরে ব্যাট করি। ক্যারিয়ারের শুরুতে তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, আমি ম্যাচটি শেষ করেছি এবং এটি তাকেই উৎসর্গ করব।

কলকাতার বিপক্ষে জয় ছিনিয়ে নেওয়া মুকুল এবারই প্রথমবার আইপিএলে খেলছেন । নিলাম থেকে তাকে ২ কোটি ৬০ লাখ রুপিতে নেয় লখনউ সুপার জায়ান্টস। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৩ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। পেশাদার ক্রিকেটেও খুব একটা নিয়মিত নন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪, লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ৫, টি-টোয়েন্টিতে ১০ ম্যাচ—সব মিলিয়ে ১৯ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। গতকাল ২৭ বলে ৫৪ রানের যে বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন, তার মধ্যে ৫০ রানই এসেছে বাউন্ডারি থেকে। ৭ ছক্কা ও ২ চার মেরেছেন তিনি।

দুই কিংবদন্তি পেলে ও দিনো জফের কীর্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ বিশ্বকাপে যারা আলো ছড়াতে পারেন, সেই তালিকায় আছেন দুই প্রজন্মের দুই নক্ষত্র ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লামিনে ইয়ামাল। পর্তুগাল চ্যাম্পিয়ন হলে সবচেয়ে বেশি বয়সে বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি গড়বেন ৪১ বছর বয়সি রোনাল্ডো। অন্যদিকে স্পেন শিরোপাসিক্ত হলেও সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ড গড়তে পারবেন না ১৮ বছর বয়সি ইয়ামাল। সবচেয়ে কম ও বেশি বয়সে বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ড ফুটবল ইতিহাসের দুই অমর কিংবদন্তি পেলে ও দিনো জফের দখলে।

ফুটবলের রাজা ব্রাজিলের পেলে ১৯৫৮ সালে ক্যারিয়ারের প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছিলেন মাত্র ১৭ বছর ২৪৯ দিন বয়সে। তার সেই রেকর্ড আজও অক্ষত। সুইডেনে বসেছিল বিশ্বকাপের সেই আসর। ব্রাজিলের প্রথম ট্রফি জয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখে টিনএজার পেলে হয়ে ওঠেন মহানক্ষত্র। টুর্নামেন্টে তার ছয় গোলের দুটি ছিল ফাইনালে স্বাগতিক সুইডেনের বিপক্ষে। অঙ্কুরেই প্রতিভার ঝলক দেখিয়ে অনেকে হারিয়ে যান। পেলে সেই পথে হাঁটেননি। ১৯৬২ ও ১৯৭০ বিশ্বকাপ জিতে সর্বকালের সেরার আসনে বসেন 'কালো মানিক'। ফুটবল ইতিহাসে তিনটি বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তি নেই আর কারও।

ইতালির কিংবদন্তি গোলকিপার দিনো জফের গল্পটা পুরো উলটো। ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে বুড়ো হাড়ের ভেলকিতে তিনি ইতিহাস গড়েন। ১৯৮২ সালে ইতালির অধিনায়ক হিসাবে জফ বিশ্বকাপ জিতেছিলেন ৪০ বছর চার মাস ১৩ দিন বয়সে। সেবার জেলখাটা পাওলো রসি গোল করে এবং জফ গোল বাঁচিয়ে বিশ্বকাপ ট্রফি এনে দিয়েছিলেন ইতালিকে। সবচেয়ে বেশি বয়সে বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তির পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপারের স্বীকৃতি পান 'বুড়ো' জফ। এর আগে ১৯৬৮ সালে তিনি জিতেছিলেন ইউরো। ইতালির হয়ে ইউরো ও বিশ্বকাপ জেতা একমাত্র ফুটবলার জফ। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তার টানা ১১৪২ মিনিট গোল হজম না করার রেকর্ড আজও অক্ষত।

শৈশবের গল্প শোনালেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া কিংবা সিনেমা দেখা, কৈশোরের এমন সাধারণ আনন্দগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হয়েছিল ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমার জুনিয়রকে। ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন পূরণে ছোটবেলা থেকেই কঠোর পরিশ্রম আর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তাকে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নেইমার জানান, ১৩-১৪ বছর বয়সেই তিনি অনেক সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হন। বন্ধুরা যখন স্কুল ভ্রমণ বা সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত থাকত, তখন তিনি সময় দিতেন অনুশীলনে।

তিনি বলেন, 'আমি স্কুলের কোনো ভ্রমণে যাইনি, বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতেও যাইনি। কারণ পরদিন সকালে আমার অনুশীলন থাকত।' মাঝে মাঝে খারাপ লাগলেও নিজের লক্ষ্য ও স্বপ্ন তাকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা জুগিয়েছে।

১৭ বছর বয়সে পেশাদার ফুটবলে যাত্রা শুরু করে সান্তোস থেকে ইউরোপে পাড়ি জমান তিনি। পরে বার্সেলোনায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে বিশ্বসেরা তারকাদের কাতারে জায়গা করে নেন। এরপর পিএসজিতে যোগ দিয়ে জিতেছেন বহু শিরোপা।

তবে সাফল্যের আড়ালে রয়েছে ব্যক্তিগত সংগ্রামের গল্পও। নেইমার জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই চাপের জীবন সহজ নয়, বিশেষ করে নিজের দেশে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হওয়া আরও কঠিন।

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক চোটে মাঠের বাইরে থাকতে হলেও আশা ছাড়েননি এই তারকা। তিনি বলেন, 'আমিও কষ্ট পাই, মন খারাপ হয়, আবার খুশিও হই—এটাই স্বাভাবিক। আমি একজন মানুষ।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR